আজকের ছবি, কালকের ছবি

সুশোভন অধিকারী

আমার বাড়ির ছাদ থেকে পুবদিকে তাকালে দূরে খোলা মাঠের মাঝে কোনো অদৃশ্য শিল্পীর হাতে আঁকা মোটা তুলির ঘন সবুজ আঁচড়ের মধ্যে একটা গাছের সারি চোখে পড়তো। ক্রমশ সেটা হারিয়ে গেল। মাঠের মাঝে গজিয়ে ওঠা বাড়ির আড়ালে হারিয়ে গেল সেই সবুজ সজীব বনরেখা। শহরের অবস্থা আরো সঙ্গীন, তবু গ্রামগঞ্জে এখনও সবুজ দেখতে পাই। এমনই একটা পথ দিয়ে প্রতিদিন আমার যাতায়াত - যার আশে পাশে সবুজ আগাছার জঙ্গল আর বুনো গাছগাছালি শহরের ভোজে এখনও হারিয়ে যায় নি। প্রায় রোজই দেখি একচিলতে ফাঁকা জলাজমিতে এক দল সাদা কালো ধূসর গরু আর মোষের দল ঘাসপাতা খেয়ে চরে বেড়াচ্ছে। আর তাদের গা - ঘেঁসে ঘিরে আছে একদল সাদা ধপধপে বক — ঐ তৃণভোজী চারপেয়েদের গায়ে আটকে থাকা পোকামাকড়ের খোঁজে। ঘন সবুজের প্রেক্ষাপটে ধূসর পাটকিলে কালো সাদা গরুমোষের মাঝখানে ঐ দুধসাদা বকের ঝাঁক রোজই আমার চোখে চলন্ত ছবি হয়ে ধরা দেয়। এমনতর দৃশ্য দেখলে বিপদের মাঝেও মনটা খুশী হয়ে ওঠে। মনে পড়ে নন্দলালের এমন কতই না স্কেচ আছে! কিন্তু ঐ বিষয় নিয়ে ঐ একই ভঙ্গিতে সেই সহজ সরল মন - ভালো করা ছবিটা আঁকতে বসি যদি, তাহলে আমাকে সমালোচিত হতে হবে 'মান্ধাতা আমলের ছবি আঁকিয়ে' হিসাবে। অর্থাৎ শিল্পীর বিষয় - ভাবনা অবশ্যই সাম্প্রতিক হতে হবে। নইলে এই সময়ের ছবি তাকে বলা যাবে না। তবে কি ঐ গরু মোষের দল, ঐ সাদা বকের সারি ঐ সবুজ মাঠে তাদের বিচরণ— এর কোনোটাই এই সময়ের নয়। না, এগুলো একসময়ের হলেও তাকে দেখতে হবে আধুনিক ভাবনার ছাঁকনি দিয়ে, একেবারেই সাদা - মাটা সরলভাবে নয়, একটু জটিল দৃশ্যপথে। কি সেই চিত্রদর্শনের বিশেষ পথ?

ঐ পথের নিশানা চট করে বলে দেওয়া সহজ নয়, দেখতে দেখতে চোখ তৈরি হয়। ভালো ছবি দেখতে দেখতে আপনিই চোখ শিক্ষিত হয়ে ওঠে। তাই শব্দ দিয়ে তর্ক দিয়ে তা চট করে শেখানো যায় না। বরং ছোটোরা তাদের আপন দেখবার ভঙ্গিতে এক অনায়াস দৃশ্যজগত তৈরি করে— সেই নিজস্ব কল্পনার জগতে, তাদের ছবির রঙ - রেখা - আকারের পক্ষে তাদের যুক্তি অকাট্য। সেদিক থেকে দেখলে শিশুরা প্রায় সকলেই একজন ইনোভেটিভ অ্যার্টিস্টের পর্যায়ে পড়ে। পৃথিবীর চিত্র - ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে অধিকাংশ প্রথিতযশা শিল্পীই শিশুদের কাজ থেকে অনুপ্রাণনা পেয়েছেন এবং সেই সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ততাকে নিজেদের শিল্পে প্রয়োগ করেছেন। শিল্প সাহিত্যের এই দিক বদলকে আর একরকম করেও দেখা যায় সরলভাবে ভেবে দেখলে, আমাদের জীবনযাপনেরই কি বদল ঘটেনি? আমাদের প্রপিতামহ যে ভাষায় কথা বলতেন, যে ভাবে কালাতিপাত করেছেন তা থেকে আমরা কি অনেকটা সরে আসিনি? তাঁদের সেই অনায়াস সরল জীবনযাত্রার পাশে আমাদের রোজকার জীবনযাপন কি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে না? আমাদের ভাবনা আমাদের সৃষ্টির জগতে তার ছায়া পড়বে বৈকি? আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ভাবনার জগতে, আমাদের দেখবার ভঙ্গির যে দিকবদল তার নিগূঢ় রসায়নে তৈরি হয়ে চলেছে আজকের শিল্পকলা, সাহিত্য, সবকিছুই। একে ভালোমন্দ— এই বিচারের মোড়ক থেকে আলাদা রেখে বলতে হয় এইটাই সাম্প্রতিক জীবনের জলছবি।

আবার একটু পিছন ফিরে শিল্পআন্দোলনের বিভিন্ন ধারাগুলোর দিক চোখ মেললে দেখা যাবে, সেখানে একদল শিল্পী নিজেদের ভাবনার বশবর্তী হয়ে একসঙ্গে কাজ করেছেন। তৈরি হয়েছে ইম্প্রেসনিজম্, ফোবিজম্, এক্সপ্রেসেনিজম্, কিউবিজম্ বা অ্যাবস্ট্র্যাক্শন -এর মতো জরুরী শিল্পআন্দোলন। আবার সেখান থেকেও জন্ম নিয়েছে আরো কত সব নতুন নতুন ভাবনার ফলস। কিন্তু সেখানেই থেমে যাওয়া নয়। শিল্প যে বহতা নদীর মতো এগিয়েই চলেছে।

আর জোয়ার - ভাঁটাকে নিত্য সঙ্গী করে। কিন্তু আজকের শিল্পীরা সেই যৌথভাবনায় ভাবিত, একটা মতবাদগত আদর্শকে সামনে রেখে শিল্পকর্ম রচনা করেন না। এখনকার শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব ভাবনার তাগিদ থেকে কাজ করেন, তাতে একজনের সঙ্গে অন্যের কাজের সাদৃশ্য আসতেও পারবে, তবে সে মিল সমসাময়িক জীবনের প্রেক্ষাপট থেকে উঠে - আসা, কোনো আদর্শগত ম্যানিফেস্টোকে সামনে রেখে কাজ করার জন্য নয়। কিছুদিন আগেও দেশকালভেদে শিল্পের একটা বৈচিত্র নজরে পড়তো। এই মূহূর্তে বিশ্বায়নের ঝড়ে তা যেন ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে; সব দেশের ছবি, ভাস্কর্য যেন একরকমের হয়ে উঠেছে ভাবে বা ভঙ্গিতে। এর ভালো দিক, পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে কি ঘটছে চকিতে তা জানা যাচ্ছে — আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু এর আড়ালে ঘটে চলেছে আর একটা পর্ব— যা দেখে চিন্তিত হয়ে উঠি, তবে কি শিল্পকলা কোনো একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালাই হতে চলেছে— যেখানে হারিয়ে যাবে তার ভৌগোলিক সীমা? কেবল আন্তর্জাতিক লেবেল্ মুড়ে গড়ে উঠবে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে একইরকমের শিল্পকলা? একজন শিল্পীর ক্রমশ হয়ে - ওঠার যে নিজস্ব পথরেখা, তার জীবনকে ঘিরে যে আলোছায়ার ওঠাপড়া — তার কি কোনো চিহ্নই থাকবে না। তার কাজে? নাকি আবার গড়ে উঠবে কোনো নতুনতর শিল্পআন্দোলন, তার জন্যেই অপেক্ষা!